"মোহাম্মদ খানের বংশ-লতিকায় ইতিহাসের উপাদান"

আহমদ শরীফ

সাহিত্য-পত্রিকার এই সংখ্যায় প্রকাশিত [পৃঃ ১৫৩ — ৭১] ডক্টর আবদুল করিমের উক্ত নামের প্রবন্ধে পরিব্যক্ত কয়েকটি মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য পেশ করছি। এতে এ বিষয়ে উৎসুক পাঠকের নিজের মতামত গঠনে সুবিধে হবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

১. ডক্টর করিম বলেছেন, "শরীফ সাহেবের মতে মোহাম্মদ খানের মাতৃকুলের নবম পুরুষের কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম সদরজাহাঁ।" — তাঁর এ ধারণায় তথ্য নেই। [দ্রষ্টব্য ঃ সাহিত্য পত্রিকা ঃ ৬ষ্ঠ বর্ষ, ২য় সংখ্যা। পৃঃ ২১১] আমার প্রবন্ধে তাঁর নাম ও উপাধির ব্যাখ্যা রয়েছে (পৃঃ ২১২)।

২. 'উদ্ধারহ মাতামহ পশিলুঁশরণ' — চরণের দুটো পাঠান্তর আছে (পৃঃ ২১১) ঃ

ক. উদ্ধার করহ মোরে পুশিলুঁ শরণ।

খ. উদ্ধারহ মোহরে পশিলুঁ শরণ।

আমাদের মতে এর পূর্বচরণ ঃ 'শাহ আহমদ (পাঠান্তরে মোহাম্মদ) পীর করম বন্দন'-এ মাতুল স্তুতি শেষ হয়েছে, এবং উপসংহারে কবি মাতামহকে স্মরণ করে পারলৌকিক মুক্তির ব্যাপারে সহায়তা কামনা করেছেন, 'তুহ্মি মাত্র সহায় নরক হৈতে পার।'

৩. কবির মাতৃকুল ও পিতৃকুলের পুরুষানুক্রম যে-ভাবে পাশাপাশি চলেছিল, তাতে মুবারিজ খানের পক্ষে ফুফাত ভাইয়ের মেয়ে বিয়ে করা বয়েসের দিক দিয়েও ছিল অসম্ভব।

৪. ডক্টর করিম কবির মাতৃকুলকে 'পীর পরিবার' বলতে নারাজ। কেননা, তিনি এ পরিবারে তিনজন কাজীর সন্ধান পেয়েছেন। বিচার বিভাগে

কাজীগিরি করেও 'পীরালি পেশা' চালিয়ে নিতে বাধা কি? আমরা এযুগেও মৌলানা আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ রাজনীতিবিদদের কিংবা মৌলানা শফীয়ুল্লাহ প্রমুখ চাকুরদের সমাজে পীর হিসেবেও প্রতিষ্ঠিত দেখি।

৫. 'ধবল গজেন্দ্র সেবে বুলি যাহাকে বাখানে' — চরণটির ভুল অর্থ করা হয়েছে। এর প্রকৃত তাৎপর্য এই: স্বয়ং আরাকান রাজও তাঁকে (শাহ আহমদকে) সেবেন তথা শ্রদ্ধাভক্তি করেন। অতএব, শাহ আহমদ আরাকান রাজের কর্মচারী ছিলেন না।

৬. হামজা খান, নসরত খান, জলাল খান ও ইব্রাহিম খান প্রভৃতির 'ওজারত' এবং মৃত্যু সম্পর্কে আমাদের পরিবেশিত তথ্য — দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'সাহিত্য পরিষৎ' পত্রিকায় লিখিত প্রবন্ধ (১৩৫৪ ও ১৩৫৬ সন) এবং সৈয়দ মুর্তজা আলীর 'Arakan Rule in Chittagong' read in History Conference, Dacca, 1962 থেকে গৃহীত। উক্ত সব তথ্যের যাথার্থ্য যাচাই করিনি।

৭. ক. পীর বদর সম্বন্ধে লোকশ্রুতি এই যে তিনি জীন-পরী-দেও তাড়িয়ে জঙ্গলাকীর্ণ চট্টগ্রামকে জন-বসতির যোগ্য করেন, — এ সঙ্গে দক্ষিণ চট্টগ্রাম থেকে ইন্দোনেশিয়া অবধি অঞ্চলের 'বদর মোকাম'ও স্মর্তব্য। এসবই পীরবদরের আদি ইসলাম প্রচারকের ভূমিকার ইঙ্গিত বহন করে। অতএব বদর-উদ্-দীন বদর-ই-আলাম (মৃঃ ১৪৪০) আর চট্টগ্রামের প্রসিদ্ধ পীর বদর (মৃঃ ১৩৪০) তথা বদর মোকাম-খ্যাত বদর হয়ত অভিন্ন ব্যক্তি নন।

খ. অথবা পীর বদর সম্বন্ধে যে-জনশ্রুতি চট্টগ্রামে আজো প্রবল, তা' মুহম্মদ খানের সময়ে নিশ্চয়ই প্রবলতর ছিল। ১৩৪০ কিংবা ১৪৪০ খ্রীস্টাব্দের তিন শ' বা দু'শ' বছর পরেরকার কবি মুহম্মদ খানের সময়ের জনশ্রুতি ও জনস্মৃতিতে বদর আলাম, কদল খান ও মাহি আসোয়ার (অনেক মাহি আসোয়ারের ঐতিহ্য রয়েছে বাঙলাদেশে) হয়তো সমকালীনলোক বলে স্বীকৃত ছিলেন। মুহম্মদ খান সে-জনশ্রুতিকেই অবলম্বন করেছিলেন। কাজেই তাঁর বিবৃতি ইতিহাসমূলক না-ও হতে পারে।

৮. ইব্‌ন্‌বতুতার মতে দরবেশ শয়দা চট্টগ্রামে ফখর উদ-দীন নিয়োজিত শাসক ছিলেন; মুহম্মদ খান বর্ণিত কদল (কদর) খান ছিলেন চট্টগ্রাম-বিজেতা সেনানীশাসক। চট্টগ্রামের লোকশ্রুতিতে কদল খানের ঐতিহ্য কম নয় এবং উড়িয়ে দেবার মতোও নয়। অবশ্য মুহম্মদ খানের মতে তিনি 'কদল খান গাজীপীর' আর তাঁর 'একাদশ মিত্র' ছিল, এতেই ডক্টর করিম তাঁকে জনশ্রুতির 'বারো আউলিয়া'র অন্যতম বলে অনুমান করেছেন। বিজেতা সেনাপতি বা শাসককে পীরের মর্যাদা দানের নজির বাংলার ইতিহাসে আরো আছে; যেমন পীর ইসমাইল গাজী, দরাফ খান গাজী ও খান-জাহান খান; এমনকি আওরঙজেবও 'জিন্দাপীর' রূপে অভিহিত হয়েছিলেন। অতএব, ফখর-উদ-দীনের চট্টগ্রাম-বিজেতা সেনানী হয়েও কদর খান পীর, আউলিয়া এবং গাজী হতে পারেন।

৯. হাজী খলিল এবং মুহম্মদ খানের পূর্ব-পুরুষ মাহি আসোয়ার যখনই আসুন না কেন, তাঁরা যে সমসাময়িক ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ করা নিরর্থক। কেন না, এর মধ্যে সত্য না থাকলে খলিলের নাম মুহম্মদ খানের পারিবারিক ঐতিহ্য-স্মৃতির মধ্যে মিশে থাকতো না। লক্ষনীয় যে, মাহি আসোয়ারকে সঙ্গে আনা ছাড়া হাজী খলিলের আর কোন ভূমিকা নেই।

১০. ডক্টর করিম মাহি আসোয়ার ও রাস্তি খানের মধ্যে দু'পুরুষের ব্যবধান লক্ষ্য করেছেন; কিন্তু চালু রেওয়াজের হিসাবে মাহি আসোয়ার-হাতিম-সিদ্দিক-রাস্তি খান চার পুরুষ। মাহি আসোয়ারকে বদর আলমের (মৃঃ ১৪৪০খ্রী) সমসাময়িক ধরলে মাহি আসোয়ারের (যিনি চট্টগ্রামে স্ত্রী গ্রহণ করেন) প্রপৌত্র রাস্তি খানের পক্ষে ১৪৭৪ সনে চট্টগ্রামের প্রশাসক থাকা (বয়সের কারণে) প্রায় অসম্ভব। এসূত্রে রাস্তি খান-পুত্র পরাগল খান (অনুঃ ১৫১৩-২৫ খ্রীঃ) সম্বন্ধে কবীন্দ্রের উক্তি 'পুত্র পৌত্রে রাজ্য করে খান মহামতি।'—স্মর্তব্য। মহাভারত রচনাকালে পরাগল খান নিশ্চয়ই বৃদ্ধ, অন্তত তাঁর বয়েস পঞ্চাশ বছর ছিল, তাহলে তাঁর জন্ম সন আনুঃ ১৪৭০ খ্রীস্টাব্দ। ১৪৭৪ খ্রীস্টাব্দে রাস্তি খানকে 'মজলিস-ই-আলা' রূপে পাই। কাজেই এমন উঁচু মর্যাদার

উপাধিধারী প্রশাসককে তখন পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়। এভাবে তাঁর জন্ম সন দাঁড়ায় ১৪২৪ খ্রীস্টাব্দ। এ অনুমানে আস্থা রাখলে রাস্তি খানের পিতা সিদ্দিক, পিতামহ হাতিম এবং প্রপিতামহ মাহি আসোয়ারকে চৌদ্দশতকের লোক বলে স্বীকার করা সহজ।

১১. সত্যকলি বিবাদ সংবাদের ভূমিকায় (সাহিত্য পত্রিকা: ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা পৃঃ ১১০) পরাগল-মিনা এবং ছুটি খান-গাভুর সমস্যা সম্বন্ধে আমরা যে আনুমানিক সমাধান নির্দেশ করেছিলাম, তা' ডক্টর করিমের দৃষ্টি এড়িয়েছে, তাই তিনি এ বিষয়ে নতুন করে দীর্ঘ আলোচনা করেছেন, কিন্তু আমাদের সিদ্ধান্তই শেষ অবধি সমর্থন পেয়েছে। আমরা বলেছিলাম, "রাস্তিখানের সম্ভবত দুটো পুত্র ছিল — পরাগল খান ও মিনা খান। মোহাম্মদ খান এই মিনা খানেরই বংশধর। লক্ষণীয় যে পিতা ও পিতৃব্য ছাড়া কবি সবক্ষেত্রে একক বংশধরেরই নামোল্লেখ করেছেন। এবং সম্ভবত ছুটি খানের পর শাসন ক্ষমতা এ তরফেই চলে আসে।" কবির মাতৃকুল পরিচিতিতেও কেবল মাতামহ ও মাতামহের ভাই ছাড়া সর্বত্র একক বংশধরেরই নাম পাই।

১২. আমরা তো বলেইছি যে পরাগল ও ছুটি খান চট্টগ্রামে সেনানী শাসক ছিলেন, ত্রিপুরা রাজের সঙ্গে হোসেন শাহ্‌র দ্বন্দ্ব ছিল বলেই হয়তো সীমান্তেই (পরাগলপুরে) তাঁরা শাসন-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মহাভারতে যে-সব বিবরণ রয়েছে তাতে এঁদেরকে সর-ই-লস্কর কিংবা সেনানীশাসক (Military governor) বলে মেনে নিতে বাধা কি? নিতান্ত থানা-অধ্যক্ষের গৌড়দরবারে অত মর্যাদা ও প্রতিপত্তি থাকা সম্ভব কি? তা ছাড়া রাস্তি খানের পুত্র-পৌত্রের পক্ষে সর-ই-লস্কর হওয়াই তো স্বাভাবিক।

১৩. ছয় পুরুষের ব্যবধানের ফলে কবি মোহাম্মদ খান পরাগল-ছুটিখানের সঙ্গে তাঁর জ্ঞাতি-সম্পর্ক সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না বলে ডক্টর করিম যে অনুমান করেছেন, তা মানা যাবে না। কেন না, সমাজের উঁচুতম স্তরের লোক এঁরা। এঁদের পক্ষে জ্ঞাতির খবর না জানা প্রায় অসম্ভব। বরং অনুমান করা চলে পরাগলী ও মিনাখানী শাখার মধ্যে পারস্পারিক ঈর্ষা ও দ্বন্দ্ব ছিল কিংবা নিজের

পিতামহ-প্রপিতামহের খ্যাতিই তাঁর আত্মপরিচয়ের পক্ষে যথেষ্ট ছিল বলে কবি পরাগল-ছুটিখানের নামোল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে করেছেন। এমনি অনুমান অবশ্যি ডক্টর করিমও করেছেন।

১৪. 'রাজধ্বনি'র তাৎপর্য সম্ভবত শাসন ব্যাপারে খ্যাতি, প্রতিপত্তি ইত্যাদি। 'রাজার অধীনে চাকরী' — ডক্টর করিম কৃত এই অর্থ-কষ্ট কল্পিত।

১৫. হামজা খান শেরশাহ্‌র সেনাপতিকে পরাজিত করে পাঠান-বিজেতা বলে পরিকীর্তিত হয়েছেন, — ডক্টর করিমের এই অনুমান হয়তো যথার্থ; কিন্তু স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে অনুমান না করাই ভাল।

১৬. ঈশা খানের মৃত্যুসন ১৫৯৯ খ্রীস্টাব্দই। History of Bengal. Vol. II, D. U. আমাদেরও অবলম্বন ছিল। ১৫৮৯ ছাপার ভুল।

১৭. 'মক্তুল হোসেন' ও 'সত্যকলি বিবাদ সংবাদ' ছাড়া মুহম্মদ খান আরো কাব্য রচনা করেছিলেন কি-না আমাদের জানা নেই। তাই ডক্টর করিম আর কোন্ কোন্ গ্রন্থ লক্ষ্যে "মোহাম্মদ খান প্রণীত অন্যান্য কাব্য সমূহ"—বলেছেন, বোঝা গেল না।

১৮. মুলুক সোয়াঙের নায়েব উজির মুহম্মদ খান ভিন্ন ব্যক্তি। তিনি নওয়াব শায়েস্তা খানের কর্মচারী ছিলেন। নায়েব উজির মুহম্মদ খানের মুলুক সোয়াঙস্থ বংশধরদের থেকেই এ তথ্য সম্প্রতি জানা গেছে।